গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

"ভবদহ এলাকায় মৎস্য ঘের স্থাপন নীতিমালা ২০১৮"

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যশোর জেলার মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলা মুক্তেশ্বরী, টেকাহরি ও আপারভদ্রা, হরিহর, বুড়িভদ্রা নদী দিয়ে বেষ্টিত এলাকা 'ভবদহ' নামে পরিচিত। এ এলাকায় ২৭টি বিল রয়েছে। বৃষ্টির পানি এবং উজানের বাহিত পানি নদী ও সংযুক্ত খালের মাধ্যমে ভাটিতে নিষ্কাশিত হয়। সমুদ্রের নোনা পানি প্রতিরোধে ও কৃষিযোগ্য মিঠাপানি ধরে রাখার জন্য ষাটের দশকে হরি-টেকা নদীর অভয়নগর উপজেলার ভবদহ নামক স্থানে ২১-ভেন্ট ও পরবর্তীতে ৯ ভেন্ট-এর স্লুইস গেইট নির্মাণ করা হয়। আশির দশক পর্যন্ত ভবদহ স্লুইস গেইটির সুফল ভালভাবে পাওয়া যায়। সত্তর দশকের পর হতে এই অঞ্চলের নদীগুলোর মূল পানি-প্রবাহ পদ্মা নদী হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সাগর-বাহিত পলি উজানের দিকের নদী ও খালের তলদেশে নিক্ষেপিত হতে থাকে। এ কারণে শুষ্ক মৌসুমে ভদ্রা-তেলিগাতি নদীর মাধ্যমে সাগর হতে প্রচুর পানিবাহিত হয়ে হরি, টেকা, মুক্তেশ্বরী নদী ও আপার ভদ্রা, হরিহর, বুড়িভদ্রা নদী ও সংযুক্ত খালগুলোর তলদেশে পুঞ্জিভূত হয়ে ভরাট হয়ে যায় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। পার্শ্ববর্তী খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলায় একই কারণে জলাবদ্ধতা হয়। যশোর জেলার ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা দূর করতে স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম কেশবপুর উপজেলার বিল ভায়নায় Tidal River Managment পদ্ধতিতে কার্যক্রম শুরু করে। ফলে নদীর নাব্যতা স্বাভাবিক থাকে। পরবর্তীতে এ পদ্ধতি অন্যান্য বিলে বাস্তবায়ন করতে না পারায় আবার জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পানির সহজ প্রাপ্যতায় ২০04 সালে স্থানীয় জনসাধারণ মৎস্য ঘের স্থাপন করে চিংড়ি ও স্বাদু পানির মাছ চাষ শুরু করে এবং ২০০৯ সাল থেকে ভবদহ এলাকায় ঘের স্থাপন ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। কিন্তু নদী ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে এ ঘেরের পানি নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে ঘের এলাকার সমগ্র অঞ্চল বৃষ্টির সময় প্লাবিত হয়ে জীবনযাত্রা অচল হয় এবং মাছ চাষ ব্যহত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ভবদহ এলাকায় মৎস্য ঘের স্থাপনের জন্য নীতিমালা প্রণীত হলো।

০১। শিরোনামঃ "ভবদহ এলাকায় মৎস্য ঘের স্থাপন নীতিমালা ২০১৮"

০২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়-

২.১ 'অভয়াশ্রম' বলতে নদী বা বিলের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান যেখানে বছরের সকল সময় বা নির্ধারিত সময় মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষিত স্থানকে বুঝাবে।

২.২ 'আবেদনপত্র' বলতে এ নীতিমালার সাথে সংযুক্ত ঘের স্থাপনের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনপত্র বা রেজিস্ট্রেশন নবায়নের জন্য আবেদনপত্রকে বুঝাবে।

২.৩ 'ঘের' বলতে মাছ চাষের জন্য চারিদিকে ভেড়ী দেওয়া সৃষ্ট জলাবদ্ধ ভূমিকে বুঝাবে।

২.৪ 'ঘের মালিক বা ঘের চাষী' বলতে যে ভূমিতে ঘের স্থাপিত হয়েছে তার মালিক অথবা মালিকের নিকট হতে লীজমূলে ঘের স্থাপনের জন্য লীজ গ্রহীতাকে বুঝাবে।

২.৫ 'জলাবদ্ধতা' বলতে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে এমন কোন স্থানে পানি জমে থাকা অবস্থাকে বুঝাবে।

২.৬ ফি' বলতে এ নীতিমালার আওতায় ঘের রেজিস্ট্রেশন বা নবায়ন ফি বাবদ সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থের পরিমাণকে বুঝাবে।

২.৭ 'বিল' বলতে বছরের অধিকাংশ সময় যেখানে পানি জমা থাকে বা যা স্বত্বলিপিতে বিল শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত ভূমিকে বুঝাবে।

২.৮ 'ভবদহ' বলতে যশোর জেলার মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলার মুক্তেশ্বরী, টেকা, হরি ও

আপারভদ্রা, হরিহর, বুড়িভদ্রা নদী দিয়ে বেষ্টিত এলাকাসহ পাশ্ববর্তী খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলাকে বুঝাবে।

২.৯ 'মৎস্যজীবী সংগঠন বা সমবায় সমিতি' বলতে স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তর বা সমাজসেবা অধিদপ্তরের আইন ও বিধি অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন বা সমিতিকে বুঝাবে।

২.১০ 'নবায়ন' বলতে এ নীতিমালার আওতায় রেজিস্ট্রিকৃত ঘেরের অনুমোদিত মেয়াদের বর্ধিত মেয়াদকে বুঝাবে।

২.১১ 'রেজিস্ট্রেশন' বলতে এ নীতিমালার আওতায় কেবলমাত্র ঘের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকে বুঝাবে;

২.১২ 'রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা' বলতে এ নীতিমালার আওতায় উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাকে বুঝাবে।

২.১৩ 'সরকারি জমি বা খাল বা নদী' বলতে সরকারি খাস জমি, রাস্তা, খাল, পুকুর, নদী বা যেকোন জলমহাল বা সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমিকে বুঝাবে।

২.১৪ "সমন্বিত কৃষি-মৎস্যচাষ" বলতে কৃষির পাশাপাশি কৃষি জমিতে মৎস্যচাষ ও উৎপাদন এবং মৎস্য চাষ স্থাপনা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষি আবাদ বুঝাবে।

২.১৫ 'ক্ষতিপূরণ' বলতে TRM বাস্তবায়নের জন্য হুকুমদখলকৃত ভূমির মালিককে সরকার প্রদত্ত অর্থকে বুঝাবে।

২.১৬ Tidal River Management (TRM) বলতে নদীর জোয়ার-ভাটার পানি নিয়ন্ত্রয়ণের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে ড্রেজিং দ্বারা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ এবং পানিবাহিত পলি কোন বিলে বা জলাভূমিতে স্থানান্তর ও সংরক্ষণের প্রক্রিয়াকে বুঝাবে।

০৩। নীতিমালার উদ্দেশ্য

৩.১ জলাবদ্ধতা নিরসনপূর্বক পরিকল্পিতভাবে মৎস্য ঘের স্থাপন;

৩.২ চিংড়ি ও স্বাদু পানির মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি;

৩.৩ মৎস্য চাষের পাশাপাশি বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমন্বিত কৃষি-মৎস্য চাষ নিশ্চিত করা;

৩.৪ সরকারি খাল, নদী ও জমি অবৈধ দখল হতে উদ্ধার করে খাল ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা;

৩.৫ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;

৩.৬ ভবদহ এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা।

০৪। নীতিমালার প্রযোজ্যতা

৪.১ যশোর জেলার মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলা এবং খুলনা জেলার ফুলতলা ও ডুমুরিয়া উপজেলাস্থ ভবদহ এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে।

৪.২ ভবদহ এলাকার ঘের মালিক, মৎস্য চাষি, মৎস্যজীবি সংগঠন বা সমিতি, কৃষক এবং কৃষক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৪.৩ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত 'জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮' এবং এ মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৮/২০১৪ তারিখের নং-৩৩.০১.০০.০০০০.১২৭.০২.০০৩.১৩ (অংশ-১)-১৮৭ মূলে জারিকৃত "জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা-২০১৪" এর সাথে কোন বিষয়ে সাংঘর্ষিক হলে সে ক্ষেত্রে "যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকায় মৎস্য ঘের স্থাপনের জন্য নীতিমালা, ২০১৭" প্রাধান্য পাবে।

০৫। ঘের রেজিস্ট্রেশন

৫.১ মাছের ঘের করতে হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তার দপ্তর হতে উপজেলা মৎস্য ঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে এবং ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রযোজ্য হবে;

৫.২ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ রেজিস্ট্রেশনের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। মেয়াদ উত্তীর্ণের আগে রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন করতে হবে এবং নবায়নের মেয়াদও ৫ (পাঁচ) বছর হবে;

৫.৩ ঘের রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং সমবায় ভিত্তিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে;

৫.৪ ঘের রেজিস্ট্রেশন ফি, নবায়ন ফি বা জরিমানা বাবদ অর্থ নগদে গ্রহণ করা যাবে না। এ বাবদ অর্থ ঘের মালিক/লীজ গ্রহিতা চালানের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের বিপরীতে "কোড নং ১-৪৪৩১-০০০০-২৬৮১ বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি" খাতে জমা দিয়ে চালানের মূল কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে ;

৫.৫ রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন ফি এর ওপর বিধি মোতাবেক ভ্যাট আদায় প্রযোজ্য হবে এবং আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জমা প্রদান করবেন।

৫.৬ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে (নীতিমালায় উল্লেখিত ছকে) "উপজেলা মৎস্য ঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি"র অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা ঘেরের রেজিস্ট্রেশন প্রদানপূর্বক একটি নম্বর দিবেন;

৫.৭ ঘের স্থাপনের পর নীতিমালার ভঙ্গ করলে রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা "উপজেলা মৎস্য ঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি"র অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করবেন;

৫.৮ ঘের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত মালিক মৃত্যুবরণ করলে, অথবা সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে গেলে তার স্ত্রী/স্বামী/উত্তরাধিকারীগণ রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী মালিকানা প্রাপ্ত হবেন।

০৬। জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিকল্পিতভাবে মৎস্য ঘের স্থাপন কৌশল

৬.১ যত্রতত্র অর্থাৎ সরকারি খাল, সরকারি জমি, নদীর পাড় ও নদীর মধ্যে ঘের করা যাবে না;

৬.২ প্রতিটি ঘেরের আয়তন সর্বোচ্চ ১৫ হেক্টর এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তবে সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ হেক্টর হবে;

৬.৩ ঘের করতে হলে মালিককে ঘেরের চারিদিকে নিজ খরচে বাঁধ বা পাড় তৈরি করতে হবে;

৬.৪ ঘেরের বাঁধের সাথে সরকারি রাস্তা থাকলে ঘেরের বাঁধের উচ্চতা সরকারি রাস্তা হতে কম হতে হবে;

৬.৫ পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে প্রতিটি মালিককে ঘেরের বাঁধ বা পাড়ের বাইরে কমপক্ষে ২.৫ ফুট করে জায়গা ছাড়তে হবে। অর্থাৎ উভয় ঘেরের পাড়ের মাঝখানে কমপক্ষে ৫ ফুট জায়গা থাকবে যা পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং ঘেরের পাড়ের উপরিভাগে কমপক্ষে ৩ ফুট চওড়া বাঁধ থাকতে হবে;

৬.৬ সরকারি রাস্তা, স্থাপনা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভেড়ী বাঁধকে ঘেরের বাঁধ বা পাড় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এবং পানি নিষ্কাশনে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। ঘেরের চারিদিকে পানি নিষ্কাশনের খালে কচুরিপানা জন্মালে ঘের মালিক কর্তৃক নিজ উদ্যোগে অপসারণ করতে হবে;

৬.৭ মাছের ঘেরের বাঁধে ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা ঘের মালিককে করতে হবে;

৬.৮ মৎস্য ঘের স্থাপনের ক্ষেত্রে জমির শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না এবং পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন স্থায়ী স্লুইচগেট নির্মাণ করা যাবে না;

৬.৯ সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঘের স্থাপন করতে হলে জমির শতভাগ মালিকদের লিখিত সম্মতি থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন বিরোধ দেখা দিলে উপজেলা কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হতে পারে;

৬.১০ মৎস্য ঘের ব্যবস্থাপনা ও বিবিধ ব্যয় নির্বাহের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক অনুন্নয়ন বাজেটে "কোড নং ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮৯৮ বিশেষ ব্যয়" খাতে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিবে এবং উক্ত বরাদ্দ হতে মনিরামপুর,

অভয়নগর ও কেশবপুর উপজেলার বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান করবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা যাবে এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ব্যয়িত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

০৭। চিংড়ি ও স্বাদু পানির মাছ উৎপাদন কৌশল

৭.১ আমদানি নিষিদ্ধ মাছ বা নিষিদ্ধ ঘোষিত মৎস্য প্রজাতি বা যে সকল মাছ দ্রুত ভূমি ক্ষয়ের জন্য দায়ী যেমনঃ কমন কার্প, মিরর কার্প মাছ বা সময় সময় সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য যেকোন নিষিদ্ধ মাছ ঘেরে চাষ করা যাবে না;

৭.২ জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন অপদ্রব্য বা বর্জ্য মাছের খাবার বা ঘেরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বা অন্য কোন কারণে ব্যবহার করা যাবে না;

৭.৩ ঘেরের মাছের খাবার মানসম্মত হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা নিয়মিত বাজারে মাছের খাদ্যর মান পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন;

৭.৪ রোগমুক্ত মাছের পোনা প্রাপ্তির জন্য সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা নিয়মিত উক্ত এলাকার হ্যাচারী ও পোনা বাজার পরিদর্শন এবং তদারকি করবেন;

৭.৫ ভবদহ এলাকায় মাছের পোনা আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে ঘের মালিক বা লীজ গ্রহীতাগণ যাতে কোন ধরণের হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে জেলা ও থানা পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে;

৭.৬ উপজেলা কমিটির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিধি মোতাবেক মৎস্য অধিদপ্তর ভবদহ এলাকায় প্রবাহিত নদীর উপযুক্ত স্থানে অভয়াশ্রম ঘোষণা করবে এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অভয়াশ্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন;

৭.৭ মৎস্য ঘেরে লবণাক্ত/স্বাদু পানি প্রবেশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ, স্লুইসগেট ইত্যাদি অবকাঠামোর কোন ক্ষতি করা যাবে না;

৭.৮ ভবদহ এলাকায় শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ঘেরের মালিক মাছ চাষের জন্য ব্যাংক ঋণ ও আয়কর রেয়াত সুবিধা প্রাপ্য হবেন। রেজিস্ট্রেশনবিহীন এবং বাতিলকৃত ঘেরের মালিক ও লীজ গ্রহীতাগণ মৎস্য চাষের জন্য ব্যাংক ঋণ ও আয়কর রেয়াত সুবিধা পাবেন না;

৭.৯ ঘের তৈরি, মৎস্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব (Eco-friendly) প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে;

৭.১০ রেজিস্ট্রেশনবিহীন এবং বাতিলকৃত রেজিস্ট্রেশন ঘেরের মালিক বা লীজগ্রহীতা মৎস্য চাষ ও কৃষি কাজের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর হতে কোন সরকারি সহায়তা পাবেন না।

০৮। ঘের এলাকার সমন্বিত কৃষি-মৎস্য চাষ কৌশল

৮.১ ঘেরে মাছ ও সমন্বিত কৃষি-মৎস্য চাষ করতে হবে;

৮.২ ধান ও মাছ পর্যায়ক্রমে উৎপাদনের জন্য বোরো মৌসুম শুরুর পূর্বে ঘেরের জমি ধান চাষের উপযোগী করতে হবে। ঘেরের মালিক বা লীজ গ্রহীতা ধান চাষের পূর্বে ঘেরের পানি নিজ খরচে নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করবেন;

৮.৩ ধান চাষের জন্য ঘের মালিক উপযুক্ত সময় অর্থাৎ উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে লীজ গৃহীত জমি অবমুক্ত করে দিবেন;

৮.৪ মাছ বা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে মালিক বা লীজ গ্রহীতা উন্নত সম্প্রসারণ হতে আধা-নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতির প্রযুক্তি স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করবেন;

৮.৫ মৎস্য চাষ ব্যাহত না করে শস্য বহুমূখীকরণ ও শস্য পর্যায়ের গুরুত্ব প্রদান;

৮.৬ মৎস্য ও কৃষি চাষে উত্তম চাষ ও বিপণন ব্যবস্থাপনা (Good Acquaculture Practice, Hazard Analysis Critical Control Point, Good Hatchery Practice, Good Hygiene Practice ও Traceability) নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

০৯। সরকারি খাল, নদী ও জমি অবৈধ দখল হতে উদ্ধার কৌশল

৯.১ ভবদহ এলাকায় প্রবহমান নদী, শাখা নদী, খাল ও সরকারি খাস জমি লীজ বা বন্দোবস্ত নিয়ে যে সকল ঘের স্থাপন করা হয়েছে সে সব লীজ বা বন্দোবস্ত বাতিলপূর্বক অপসারণ করে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও উপজেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে;

৯.২ যে সকল ঘের মালিক প্রবাহমান নদী, শাখা নদী, খাল ও সরকারি খাস জমি দখল করে ঘের স্থাপন করবে তাদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং উপজেলা কমিটি উক্ত মালিক বা লিজ গ্রহীতা অন্য ঘেরের (যদি থাকে) রেজিস্ট্রেশন বাতিল করবে;

৯.৩ নদী বা খাল অবৈধ লীজ বা অবৈধ বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়ার সাথে যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত হবেন তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ "সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০। ভবদহ এলাকার খাল ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ কৌশল

১০.১ ভবদহ এলাকার খালগুলো দখলমুক্ত করে নদীর সাথে পুনঃসংযুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিএডিসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে;

১০.২ নদীতে জমা হওয়া পলি ও ভরাট খাল খনন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চালু রাখতে হবে। এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে;

১০.৩ পানি নিস্কাশন চালু রাখার জন্য ভবদহ এলাকায় নদী ও খালের উপর নির্মিত ব্রিজের নিচের কনক্রিট পাটাতন খাল বা নদীর গভীরতার চেয়ে বেশী উঁচু হবে না এবং বর্তমানে নির্মিত ব্রিজের নিচের কনক্রিট পাটাতন খাল বা নদীর তলার চেয়ে উঁচুতে থাকলে তা সংস্কার করতে হবে। এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে;

১০.৪ বিদ্যমান ব্রিজ বা নির্মিতব্য ব্রিজের নীচের প্রবাহ এলাকা নদী বা খালের প্রবাহ এলাকার কম প্রস্থ রাখা যাবে না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১০.৫ বিশেষ এলাকা বিবেচনায় নদী ও খাল খননের কাজ বছরে মার্চ মাসের পূর্বেই কাজ শেষ করতে হবে। মার্চ মাসের পর কোন খনন কাজের অনুমতি দেওয়া যাবে না;

১০.৬ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য TRM পদ্ধতি অব্যাহত রাখতে হবে এবং TRM স্থান নির্বাচনের বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্ধারণপূর্বক 'ভবদহ এলাকার মৎস্য ঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি'কে অবহিত করবে;

১০.৭ TRM পদ্ধতি চালুর জন্য নির্বাচিত বিলের সম্পূর্ণ জায়গা প্রকল্পভুক্ত হবে এবং TRM এলাকায় ও নদীর মধ্যে কোন ঘের স্থাপন করা যাবে না;

১০.৮ TRM পদ্ধতি চালুর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ লোকজনের ক্ষতিপূরণের টাকা সহজে ও সরাসরি প্রাপ্তির জন্য জেলা প্রশাসন মাঠ পর্যায়ে চেক বিতরণের ব্যবস্থা করবে;

১০.৯ TRM সমাপ্তির পর সংযোগ খাল পানি উন্নয়ন বোর্ড নিজ ব্যয়ে ভরাট করে দিবে;

১০.১০ ভবদহ এলাকার বন্ধ হওয়া ড্রেন ও কালভার্ট সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর কর্তৃক সংস্কার করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করবে;

১০.১১ খাল ও নদীর পানির প্রবাহ নিষ্কাশন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় স্লুইচগেট স্থাপন করতে হবে এবং অকেজো স্লুইচগেট মেরামত/সংস্কার করে চালুর ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.১২ ভবদহ এলাকার নদীতে স্থাপিত স্লুইচগেটগুলো অপারেশন কার্যক্রম ভালোভাবে চলছে কিনা সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়মিত তদারকি করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে;

১০.১৩ মাছের ঘেরের কারণে কোন ধরণের জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করা যাবে না এবং ঘেরের পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঘেরের মালিক বা লীজ গ্রহীতা গ্রহণ করবেন;

১০.১৪ ভবদহ এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত সেনেটারি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং খাল ও নদীর ওপর ঝুলন্ত শৌচাগার স্থাপন করা যাবে না;

১০.১৫ পানির প্রবাহ এলাকায় কোন বক্সকালভাট নির্মাণ করা যাবে না;

১০.১৬ জাতীয় পানি নীতির অনুচ্ছেদ ৪.৯ (ঘ) অনুযায়ী বাওর, হাওড়, বিল, রাস্তার পাশে বরো-পিট প্রভৃতির মতো জলাশয় যতোটা সম্ভব মৎস্য উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য সংরক্ষণ এবং এ সব জলাশয়ের সংগে নদীর বারোমেসে যোগযোগ অব্যাহত রাখা;

১০.১৭ জাতীয় পানি নীতির অনুচ্ছেদ ৪.৯ (ঙ) অনুযায়ী পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা কোনভাবেই মৎস্য চলাচল বিঘ্নিত করবে না। বরং মাছের অভিবাসন ও প্রজনন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেজন্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামোগুলোতে পর্যাপ্ত সুবিধা সৃষ্টি করা।

ভবদহ এলাকার মৎস্য ঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি, যশোর/খুলনা

(স্ব স্ব জেলার জন্য প্রযোজ্য)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী
১	জেলা প্রশাসক, যশোর/খুলনা	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার, যশোর/খুলনা	সদস্য
৩	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), যশোর/খুলনা	সদস্য
৪	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মনিরামপুর / কেশবপুর/ অভয়নগর / ফুলতলা / ডুমুরিয়া	সদস্য
৫	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর/খুলনা	সদস্য
৬	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, যশোর / খুলনা	সদস্য
৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনিরামপুর / কেশবপুর/ অভয়নগর / ফুলতলা / ডুমুরিয়া	সদস্য
৮	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, যশোর/খুলনা	সদস্য
৯	নির্বাহী প্রকৌশলী , এলজিইডি, যশোর / খুলনা	সদস্য
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড, যশোর / খুলনা	সদস্য
১১	সংশ্লিষ্ট জেলার মৎস্যচাষি বা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির প্রতিনিধি-৩ জন (জেলা প্রশাসক, যশোর/খুলনা কর্তৃক প্রতি উপজেলা হতে ১জন করে মনোনীত)	সদস্য
১২	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, যশোর / খুলনা	সদস্য-সচিব

১৩৫

কমিটির কার্যপরিধিঃ

১	উপজেলা পর্যায়ের কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান;
২	ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও মৎস্য চাষের বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
৩	TRM স্থাপনের ফলে ভূমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান;
৪	নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও ব্যত্যয় হলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫	ভবদহ এলাকায় নিরাপদ মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্য প্রাপ্তি, রোগমুক্ত পোনা মাছ সরবরাহ এবং উৎপাদিত মৎস্য পাইকারি ও খুচরা বাজারে বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।
৬	উপজেলা পর্যায়ে অনিষ্পন্ন বিষয়াদি অথবা দয়েরকৃত আপিল নিষ্পত্তি করা এবং আন্তঃজেলা কোন বিরোধ থাকলে তা সিদ্ধান্তের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, খুলনার নিকট প্রেরণ করা।
৭	জেলা কমিটি বছরে কমপক্ষে দু'টি সভা করবে।
৮	নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি সম্বলিত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে (প্রতি বছর জানুয়ারিতে) প্রেরণ;
৯	কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় নথি ও ডকুমেন্ট সংরক্ষিত থাকবে এবং তিনি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

উপজেলা মৎস্য ঘের স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি
(মনিরামপুর/কেশবপুর/অভয়নগর/ফুলতলা/ডুমুরিয়া)
(স্ব স্ব উপজেলার জন্য প্রযোজ্য)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী
১	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	উপদেষ্টা
২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
৩	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
৪	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
৫	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৬	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৭	উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৮	উপজেলা পর্যায়ের পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৯	উপজেলা পর্যায়ের সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
১০	উপজেলা পর্যায়ের বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি	সদস্য
১১	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
১২	মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির প্রতিনিধি-২ জন (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৩	সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

১ নীতিমালার আওতায় মৎস্য ঘের স্থাপনের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করা;
২ প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনুমোদন ও নিবন্ধন প্রদান করা;
৩ নিবন্ধিত মৎস্য ঘেরের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা ও হালনাগাদকরণ;
৪ নিবন্ধিত ঘের মালিক, মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী ও মাছের পোনা সংগ্রহকারীদের উন্নত প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫ উপজেলা পর্যায়ে নিরাপদ মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্য প্রাপ্তি ও রোগমুক্ত পোনা মাছ সরবরাহে সহযোগিতা প্রদান;
৬ কোন মৎস্য ঘের নীতিমালা লঙ্ঘন করলে তার নিবন্ধন বাতিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
৭ মাছ চাষের ক্ষেত্রে GAP, HACCP, GHP এবং Traceability অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ;
৮ মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ;
৯ উপজেলা পর্যায়ে উৎপাদিত সকল প্রকারের মৎস্য পাইকারি ও খুচরা বাজারে নিরাপদে বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;
১০ উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা (যদি থাকে) এবং কোন বিষয় নিষ্পত্তি করা না গেলে উহা জেলা কমিটির নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা;
১১ ভবদহ এলাকার মৎস্য ঘের ব্যবস্থাপনা ও বিবিধ ব্যয় নির্বাহের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর হতে ৪৮৯৮ বিশেষ ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয়ের অনুমোদন প্রদান।;
১২ উপজেলা কমিটি বছরে তিন মাস অন্তর অন্তর সভা করবে এবং জেলা প্রশাসক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করবে;
১৩ কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় নথি ও ডকুমেন্ট সংরক্ষিত থাকবে এবং তিনি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

ঘের রেজিস্ট্রেশনের আবেদনের ফরম

বরাবর,
সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
মনিরামপুর/কেশবপুর/অভয়নগর/ফুলতলা/ডুমুরিয়া।

ছবি

১) আবেদনকারী ব্যক্তি/সংগঠন/সমিতি এর নামঃ

(ক) পিতার নাম (ব্যক্তির ক্ষেত্রে):

(খ) মাতার নাম (ব্যক্তির ক্ষেত্রে):

২) জাতীয় পরিচয়পত্র নং (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)-

৩) মোবাইল নং-

৪) ঠিকানাঃ

(ক) গ্রাম- (খ) ইউনিয়ন-

(গ) ডাকঘর- (ঘ) উপজেলা-

(ঙ) জেলা-

৫) ঘের বা জলাশয়ের তফসিলঃ

(ক) জেলার নাম- (খ) উপজেলার নাম-

(গ) মৌজার নাম- (ঘ) জেএল নং-

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ	জমির শ্রেণী

৬) সংগঠন বা সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ-
(রেজিস্ট্রেশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত করতে হবে)

৭) সংগঠন বা সমিতির ক্ষেত্রে সংগঠন বা সমিতির গঠনতন্ত্র সংযুক্তঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

৮) নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং মৎস্য ঘের স্থাপনের সিদ্ধান্ত
সংবলিত সভার কার্যবিবরণী সংযুক্তঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

৯) সংগঠন বা সমিতির সদস্য এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের নামের তালিকা
(ঠিকানাসহ আলাদা পৃষ্ঠায়) সংযুক্তঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

১০) মাছ চাষের জন্য প্রণীত বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা সংযুক্তঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

১১) ইতোপূর্বে মাছ চাষের জন্য লীজ চুক্তি হয়েছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

১২) মাছ চাষের জন্য লীজ চুক্তি হয়ে থাকলে ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৩) লীজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ভূমি মালিকের সম্মতি পত্র আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৪) আবেদন ফিঃ ------------------------------ টাকা (মূল চালানের কপি সংযুক্ত করতে হবে)।

চালান নং- তারিখঃ ব্যাংকের নামঃ

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্যাদি সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, "ভবদহ এলাকায় মৎস্য ঘের স্থাপন নীতিমালা ২০১৮" যথাযথভাবে মেনে চলতে বাধ্য থাকব ও নীতিমালার কোন ব্যত্যয় হলে কর্তৃপক্ষ আমার/আমাদের ঘের রেজিস্ট্রেশন বাতিল এবং আমার/আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। উক্ত ভূমি বা জলাশয়ে ০৫ (পাঁচ) বছর মাছ চাষের নিমিত্ত ঘের স্থাপনের জন্য আমার/আমাদের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করছি।

সংযুক্তিঃ--------------ফর্দ।

তারিখঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও
সীল (যদি থাকে)

ঘের রেজিস্ট্রেশন নবায়নের আবেদনের ফরম

বরাবর,
সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
মনিরামপুর/কেশবপুর/অভয়নগর/ফুলতলা/ডুমুরিয়া।

১) আবেদনকারী ব্যক্তি/সংগঠন/সমিতি এর নামঃ

(ক) পিতার নাম (ব্যক্তির ক্ষেত্রে):

(খ) মাতার নাম (ব্যক্তির ক্ষেত্রে):

২) জাতীয় পরিচয়পত্র নং (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)-

৩) মোবাইল নং-

৪) ঠিকানাঃ

(ক) গ্রাম- (খ) ইউনিয়ন-

(গ) ডাকঘর- (ঘ) উপজেলা-

(ঙ) জেলা-

৫) ঘের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ (কপি সংযুক্ত করতে হবে)ঃ

৬) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদঃ ---------------- তারিখ হতে ---------------- তারিখ পর্যন্ত ।

৭) ঘের বা জলাশয়ের তফসিলঃ

(ক) জেলার নাম- (খ) উপজেলার নাম-

(গ) মৌজার নাম-   (ঘ) জেএল নং-

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ	জমির শ্রেণী

৮) রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখঃ   হ্যাঁ ☐ না ☐

৯) যথাসময়ে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

১০) নবায়ন ফিঃ ----------------------------- টাকা।
(চালানের মূল কপি সংযুক্ত করতে হবে)।

চালান নং-   তারিখঃ   ব্যাংকের নামঃ

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্যাদি সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, "ভবদহ এলাকায় মৎস্য ঘের স্থাপন নীতিমালা ২০১৮" যথাযথভাবে মেনে চলতে বাধ্য থাকব ও নীতিমালার কোন ব্যত্যয় হলে কর্তৃপক্ষ আমার/আমাদের ঘের রেজিস্ট্রশন বাতিল এবং আমার/আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। উক্ত ভূমি বা জলাশয়ে ০৫ (পাঁচ) বছর মাছ চাষের নিমিত্ত ঘের স্থাপনের জন্য আমার/আমাদের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন নবায়নের আবেদন করছি।

সংযুক্তিঃ-------------ফর্দ।

তারিখঃ   আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও
সীল (যদি থাকে)

সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
অভয়নগর/মনিরামপুর/কেশবপুর/ফুলতলা/ডুমুরিয়া উপজেলা
জেলা-যশোর/খুলনা
(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব যাচাই করে সঠিকতা পেয়েছেন। আবেদনকারী নীতিমালা অনুসরণ করে ঘের স্থাপন করেছেন এবং "ভবদহ এলাকায় মৎস্য ঘের স্থাপন নীতিমালা ২০১৮" নীতিমালা মেনে চলেছেন। উপজেলা কমিটির -----------তারিখের সভায় ঘেরটির রেজিস্ট্রেশন নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী -------- নং ঘের --------- তারিখ হতে --------- তারিখ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন নবায়ন অনুমোদন করা হলো।

উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর
(সীলসহ) ও তারিখ   কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর

মোঃ হামিদুর রহমান
উপসচিব (আইন) অধিশাখা